হিতো বিষ্ণুর্ন পতেনাত্র সংশয়ঃ"। হে রাজন্! যে স্থানে রাগদ্বেষশূন্য বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ গমন করেন, সেস্থানে শ্রীবিষ্ণুও গমন করেন—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

যদি কেহ 'সদ্‌গতি' পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া সাধুগণের যিনি গতি অর্থাৎ প্রাপ্য—এইরূপ অর্থ করিতে প্রয়াসী হয়েন, সে সে পক্ষেও শ্রীভগবান্‌কে একমাত্র সাধুগণেরই গতি—অসাধুর গতি নহেন, তাহা অবশ্যই ধ্বনিতে সূচিত হয়। অতএব, সাধুসঙ্গদ্বারাই বহির্মুখজীব শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারা যায় না, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। এ পক্ষেও পূর্ব্বের মতই তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়। হয়তো কেহ মনে করিতে পারেন—একাদশস্কন্ধে বর্ণিত বিদেহনগরবাসিনী পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যার যে শ্রীকৃষ্ণেতে অনুরাগের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার সৎসঙ্গকথা বর্ণিত হয়েন নাই। তাহা হইলে কেমন করিয়া সৎসঙ্গকে শ্রীভগবানেতে উন্মুখতার প্রতি ঐকান্তিক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? তাহার মীমাংসা করার জন্য বলিতেছেন—পিঙ্গলারও সৎসঙ্গ ঘটিয়াছিল। যেহেতু ১১।৮ অধ্যায়ে "বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈবমূঢ়ধী"—এই শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকায় "সৎসঙ্গতৌ সত্যামপ্যহো মম মোহঃ" অর্থাৎ পিঙ্গলার সৎসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও "অহো! আমি মূঢ়বুদ্ধি"—এরূপ আক্ষেপ করিয়াছিল। তাহা হইলে পিঙ্গলার সৎসঙ্গ ছিল না, অথচ শ্রীকৃষ্ণেতে তাহার অনুরাগ—এইরূপ আশঙ্কা করিবার অবসর রহিল না। তাহা হইলে এইরূপ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তপ্রকারে যেখানে সৎসঙ্গ দেখা যায় না অথচ শ্রীহরিতে উন্মুখভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেস্থানে মনে করিতে হইবে—জন্মান্তরীয় হউক অথবা এই জন্মেই হউক, অজ্ঞাতসারে তাহার সাধুসঙ্গ হইয়াছে; কিম্বা পরম্পরারূপে সাধুসঙ্গের অনুমান করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের উপরে একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে—সাধুসঙ্গই যদি শ্রীভগবৎস্মৃতির কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরমভাগবত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দর্শন লাভ করা সত্ত্বেও শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করিতে পারিলেন না কেন? অথচ নলকুবর মণিগ্রীব শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাতে আকুলতামাখা ভক্তিটিও লাভ করিয়াছিলেন—সে সংবাদও শ্রীভাগবত হইতে পাওয়া যায়। তাহারই উত্তরে